ছেঁড়া তার

তুলসী লাহিড়ী

[বাড়ির দাওয়ায়, অবসন্ন রহিম খুঁটিতে ঠেস দিয়ে শূন্যের দিকে চেয়ে বসে আছে। দূরে হাটের কলরবের মতো একটা জনতার শব্দ শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ সে উঠে ঘরে গিয়ে বহুদিনের অযত্নে ধুলাপড়া দিলরুবাটি কাঁধের ছেঁড়া গামছা দিয়ে ঝাড়তে ঝাড়তে বাহিরে এল। বসতে যাচ্ছে, এমন সময় শ্রীমন্ত তাকে ডাকতে এসে উপস্থিত হল।]

শ্রীমন্ত। কী করিস্ রে।

রহিম। এই বসি বসি আসমান জমিন কতয় কী ভাবি। কাজকাম ত কোনয় নাই। মনে হইল কতদিন বাজাই নাই। তাতে বাইর করি ধুলা ঝাড়ি মহিম কছিল, মানুষের জানটাও বাজাটারে মতো। ভাল্ করি বাজাইলে কত সুর উঠে।

শ্রীমন্ত। বাজার সুরের কথা ছাড়। আইজো কোনও কাম পালুনা?

রহিম। কে কাম দিবে? খোরাকি দ্যাওয়া নাগে যে। রোয়াগাড়া সাড়া পইড়ছে। চাষেরে বা কাজ কই? আর থাকিলেও ডাকে না।

[দূরে কলরব বেড়ে গেল। শ্রীমন্ত কান পেতে শুনে বলল]

শ্রীমন্ত। নাইন কইত্তে মারামারি লাগি গেল্ বুঝি! তুই না কছিলুরে যে লঙ্গাড়খানায় ৪।৫ শওয়ের বেশি মানুষ হবার নয়। দ্যাখ যায়া মাইনষের গুমগুমি আর ধুমধুমি।

[রহিম, উত্তর না দিয়ে, তারগুলো টুংটাং করতে লাগল।]

হয়রে রহিম ভাই। লঙ্গাড়খানা না তোরে বুদ্ধিতে হইল্। যাবু না একবারও সেইঠে?

রহিম। ধ্যেৎ। হাকিমুদ্দির বাড়ি ক্যানে যাবার কইস্?

Scanned with CamScanner

শ্রীমন্ত। আচ্ছায় বজ্জাত! ক্যামন আগে থাকি শহরে যায়া হাকিমগুলকি ত্যালেয়া—

রহিম। ঝাপ্পি উঠি ক্যামন সবার আগে কইলে 'হুজুর একমন করি চাউল হামি রোজ দেমো।'

শ্রীমন্ত। ঘণ্টা দিতেছে। উয়ারে বাড়িতে লঙ্গাড়খানার চাউল সব আমদানি হয়, ফিদ উয়ারে হাতে হিসাব।

রহিম। শ্রীমন্ত! এইরকম মানুষগুলার মান নাই কিন্তুক লাভের হুঁশ আছে পুরা। ফায়দার গন্ধ পাইলে ঘস্‌টি ঘস্‌টি সব কামে যায়া ইয়ারা জুটে— সরফরাজি করিয়া মজা মারে। ইয়ারাই দুনিয়ায় আগুন লাগেয়া দিলে।

শ্রীমন্ত। দিলে তো। যত ভাল্ ভাল্ কাম মানুষগুলা কইরবার যায়, সব নষ্ট করি দ্যায় এই ফন্দিবাজ শয়তানরা। আর এইগুলার ভাল্ হয়, মান হয়, নাম হয়—দেখিয়া মানুষগুলা তামাম দুষ্ট হয়া গেল্।

রহিম। ওইসব কথা বলি কী হইবে। সারা দ্যাশটায় এই মতো না হইছে।—কাইল বিহানে উঠিয়া বছির আর ফুলজানকে রাখি আসছি উয়ার ফুফার বাড়ি।

শ্রীমন্ত। কী হইলে রে?

রহিম। মুই ভাই শরমে সামনে যাবার পারি নাই! হয় না ক্যান আপনজন। দিনের গতিক্ তো ভাল্ নয়। কী জানি খুশি হইবে কী নারাজ হইবে। খুশি থাকি পালেয়া আসছি।

শ্রীমন্ত। ঠিক করছিস্।

রহিম। ভাই মানের ভয়ে মইনো। বাড়ির কাছে ছাড়ি আইস্‌তে ফুলজান খালি চোউখ মুছে, আর ফিরি ফিরি চায়। বছির যাবারে চায় না, তাক্ জোর করি ধরি নিয়া গেল্। শাদির পর তাকি তো এক দিনও ছাড়ি থাকি নাই। আইজ বাড়িটা হামার সুনসুনটা হয়া গেইছে।

[গলার স্বর বেদনায় করুণ হয়ে এল। শ্রীমন্ত ওর বেদনায় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আশ্বাস দিয়ে বলল।]

শ্রীমন্ত। দুইটা মাস কাইট্‌লে হয়।

রহিম। দুইটা মাস! হায়রে! একটা দিনও যে কাইট্‌বার চায় না। কাইল্ সারা দিন বাড়ি আসি নাই। এঠে ওঠে কাজের খোঁজে ঘুরি বেড়াছি। কোনওঠে কাম পাইনো না। রাইতে শুতিয়া ভাইবনো যে, শহরে যায়া মহিমকে কয়া বুলি, কোনও কাম নিয়া কোনও মতে খোরাক চালাই।

শ্রীমন্ত। কথা তো ভালয়! চলি যাও শহরে।

রহিম। ভাইরে, ডরে না মইনো। ফুলজানের ফুফা যদি তাক্ না রাইখবা চায়, যদি উয়ারা ফিরি আইসে, আর শুনে যে মুই নিজের প্যাট চালাইতে শহরে গেইছি—হাতাশে আর ডরে তখন উয়ারা—

[গলার স্বর বন্ধ হয়ে গেল]

CS Scanned with CamScanner

শ্রীমন্ত। আইজ খাছিস্ কিছু?

রহিম। যা আছিল্, কাইল্ নাস্তা করি বউ বেটা ধরি, বাড়ি ছাড়ি চলি গেইনো।

শ্রীমন্ত। তার বাদে?

রহিম। তার বাদে উপাস্! কাইল্ চুপ করি শুতি থাইক্তে থাইকতে মনে হইল্,— এক নিকিনারা দরিয়াত পড়ি গেছি, নিতান্ত কুল-কিনারা কিছুই নাই।

শ্রীমন্ত। কাইল্ মুই লঙ্গাড়খানায় খায়া নিছি। আন্ধার হইল্। দ্যাখা শুনা কইত্তে কইত্তে এক লাইনে ঝপ্ করি বসি গেইনো। গণেশ বর্মনটা দেখি ফ্যালাছিল, তা কিছু কয় নাইও। তুই যাবু?

রহিম। জান থাইকতে উয়ার বাড়ি যাবার নই।

শ্রীমন্ত। মুইও যে মচ্ছি। কোনটা করি। ৫।১০ স্যার চাউলও যে দিবার মুরাদ নাই মোর। ওঃ হো—

রহিম। ক্যানে আপশোশ করিস্ ভাই। মুই যখন ব্যামরিত্ পড়িয়া ব্যাহুঁশ, তখন পত্তি দিন আসিয়া ডাক্তার ডাকেয়া দৌড়োদৌড়ি করিয়া কতয় কাম তুই কচ্ছিস্— সবে—সবে মুই শুন্ছো না।

শ্রীমন্ত। বিপদের উপর বিপদ আইসে ভাই। তার উপর লাগি গেল্ কলেরা মোর বাড়িত্ মারোয়ারি সদাব্রতে মোর কেউতো যায় নাই। ক্যামন করি কলেরা আইল কাঁয় জানে।

রহিম। জয়েনুদ্দি কছিল্, কানা ফকিরে কলেরা চালান দিছে।

শ্রীমন্ত। ক্যামন করি চালান করে মুইতো বুইঝবারে পাই না।

রহিম। নিশুত রাইতে ময়লা-টয়লাগুলা দিঘির জলে আর কুঁয়াতে ফেলি দেয়। আর লাগি যায় কলেরা সেইঠে।

শ্রীমন্ত। ইশ্! এমন করি মানুষ মারেরে!

রহিম। মানুষ মইল্ তো ফকিরের কী? উয়ার বাহাদুরিও হইল্ আর পাইসাও হইল। মাইনষের ভাল্ কইরবার মানুষ হামার দ্যাশে নাই। সর্বনাশ করি নিজের ফায়দা করার মানুষ মেলাই।

[হঠাৎ ফুলজান আর বছির আসছে দেখে রহিম থেমে গেল। শ্রীমন্ত রয়েছে দেখে ফুলজান ঘোমটা টেনে ঘরে গেল। মলিন মুখে বছির বাপের কাছে এসে দাঁড়াল।]

শ্রীমন্ত। দাদির বাড়ি থাকি আলুরে বছির?

রহিম। মোক ছাড়ি কী থাইকপ্যার পারে। আয় বাপৈ!

[বছিরকে বুকে টেনে নিল]

বছির। কাইল্ রাইতে কিছুই খায় নাই কাঁয়ো—মুইও না।

[বছিরের মুখ দেখেই রহিম তা বুঝতে পেরেছিল। সে বেদনাহত কাতর কণ্ঠে বলে উঠল।]

CS Scanned with CamScanner